[২০২১] ৩ এস. সি. আর. ২৬

কেরালা সরকার এবং আরেকজন বনাম

মাদার সুপিরিয়র অ্যাডোরেশন কনভেন্ট

(২০১২ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২০২)

১লা মার্চ , ২০২১

[আর. এফ. নারিমান এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিদ্বয়]

কেরালা ভবন কর আইন, ১৯৭৫-এর ধারা ৩ (১) (খ)-ভবন কর থেকে ছাড়-রাজ্য দাবি করে যে সন্ন্যাসিনী, সন্যাসিনী বা শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস আবাসনকে ভবন কর থেকে ছাড় দেওয়া উচিত নয়, কারণ এগুলির সাথে ধর্মীয়/শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের কোনও সরাসরি সংযোগ নেই-এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ধারা ৩ (১) (খ)-এ অস্পষ্টতা রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় যে ধর্মীয়/শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত একটি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তবুও অস্পষ্টতা রাষ্ট্রের পক্ষে সমাধান করতে হবে-ধারা ৩ (১) (খ) এর পাঠ থেকে দেখা যাবে যে, ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবনগুলিকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হল মূল ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি – সন্যাসিনীগণ যদি কেবল ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য একটি কনভেন্টের নিকটবর্তী ভবনে বসবাস করেন, বা যদি শিক্ষার্থীরা এমন একটি ছাত্রাবাসে বসবাস করেন যা তাদের পাঠদানকারী স্কুল বা কলেজের কাছে, তাহলে স্পষ্ট যে, এমন আবাসনের উদ্দেশ্য লাভ অর্জন করা নয়, বরং ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সাথে আন্তঃসংযুক্ত আবাসন – একটি অব্যাহতি বিধি উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত সেই উদ্দেশ্যের সাথে যা অর্জন করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যদি সেই বিধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে বা অন্যথায় এর পেছনে কোনও উপকারী উদ্দেশ্য থাকে – একজনকে প্রথমে জানতে হবে যে, বিধিটির মাধ্যমে কী অর্জন করার উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আইনটি ব্যাখ্যা করতে হবে – এবং এমন ধারণা করা হলে যে, এমন ব্যাখ্যায় কোনও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তবে সেই অস্পষ্টতা যা অব্যাহতি পেয়েছে তার পক্ষে হওয়া উচিত – সুতরাং, প্রশ্নবিদ্ধ ভবনগুলি নির্মাণ কর আদায় থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত।

আপিল নিষ্পত্তি করে , আদালত

স্থির করেছে : ১. একটি ধারার পাঠ থেকে দেখা যাবে যে, ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবনগুলিকে অব্যাহতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হল মূল ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি। একটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত উদ্দেশ্য এবং এমন উদ্দেশ্য যা শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে সেই কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত, তা দেখানোর জন্য।

দাতব্য বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত উদ্দেশ্যগুলি। একটি উদাহরণ যথেষ্ট হবে ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত উদ্দেশ্য এবং এমন উদ্দেশ্য যা শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে সেই কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত, তা দেখানোর জন্য। এমন একটি মামলা নিন যেখানে, ২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০২-এর তথ্যের বিপরীতে, সন্যাসিনীরা কোনও কনভেন্টের পাশের কোনও ভবনে বসবাস করছেন না যাতে তারা ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কনভেন্টে হেঁটে যেতে পারেন। এমন একটি বিষয় বিবেচনা করুন যেখানে মঠের নিকটবর্তী ভবনটি জনসাধারণের যে কোনও সদস্যকে ভাড়ায় দেওয়া হয় এবং ভাড়াটি কেবল মূল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা কি বলা যেতে পারে যে বাজার ভাড়ায় দেওয়া ভাড়া ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হবে কারণ যে ভাড়াটি পাওয়া যায় তা কেবল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ফিরিয়ে আনা হয়? বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে একটি ভবন ভাড়া দেওয়া ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে কোনও যুক্তিসঙ্গত সংযোগ হারাবে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে পরোক্ষ সংযোগ যা মুনাফা যা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ফিরিয়ে আনা হয় তা স্পষ্টতই এই ধরনের ভবনকে ছাড় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না। কিন্তু অন্যদিকে, সন্ন্যাসিনীরা যদি শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য কোনও কনভেন্টের পার্শ্ববর্তী ভবনে বসবাস করেন, অথবা শিক্ষার্থীরা যদি সেই স্কুল বা কলেজের কাছাকাছি ছাত্রাবাসে বসবাস করেন যেখানে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের বাসস্থানের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নয়, বরং ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বাসস্থান।

২. আইনের অন্যান্য বিধানগুলি উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করে। "আবাসিক ভবন" কে ধারা ২ (১)-এ "ভবন" থেকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। "আবাসিক ভবন" মানে একটি ভবন বা অন্য কোনও কাঠামো বা তার অংশ যা কেবলমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে "আবাসিক ভবন" আইনের ধারা ৩-এর অধীনে ছাড়ের বিষয় নয়। আইনের ধারা ৫ক -তে এর সম্পূর্ণ বিপরীতটি পাওয়া যায়, যা একটি অ-অবরুদ্ধ ধারা দিয়ে শুরু হয় এবং যা বলে যে ২৭৮.৭ বর্গমিটারের ভিত্তি এলাকা সহ সমস্ত আবাসিক ভবনগুলির উপর বিলাসিতা কর ধার্য করতে হবে এবং যা ১.৪.১৯৯৯-এ বা তার পরে সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি রাষ্ট্রের যুক্তি গ্রহণ করা হয়, তাহলে ১.৪.১৯৯৯ এর পরে সেই ভবনগুলি যেখানে সন্যাসিনীরা বসবাস করেন এবং যে ছাত্রাবাস গুলিতে শিক্ষার্থীরা থাকেন

এবং যেগুলির প্লিন্থ এলাকা ২৭৮.৭ বর্গমিটার, সেগুলিকে বিলাসিতা কর দিতে হবে কারণ এই ভবনগুলি এখন আর ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে মূলত ব্যবহৃত ভবন হিসেবে গণ্য হবে না, বরং এগুলি হবে আবাসিক ভবন যা শুধুমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। এটি সেই উদ্দেশ্যটি বিপরীত করে দেবে যা এই ধরনের ভবনগুলিকে অব্যাহতি দেওয়ার মাধ্যমে অর্জন করার লক্ষ্য ছিল। এই কারণে, এই আদালত রাষ্ট্রের আবেদন গ্রহণ করতে পারে না যে, ভবনগুলি যা ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সাথে আন্তঃসংযুক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তা তবুও আইন ধারা ধারা ৩ (১) (খ) এর অধীনে অব্যাহতির পরিধির বাইরে।

৩. এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে ধারা ৩ (১) (খ)-এ অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের উপকারী উদ্দেশ্য অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে হবে, কর্তৃত্বের রেখাটি এই মামলাগুলির তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া কর্তৃপক্ষের লাইন যা সাধারণত কর বিধিতে ছাড়ের বিপরীতে উপকারী ছাড়ের সাথে সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে, হাতে থাকা সংবিধির একটি আক্ষরিক আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা বাদ দিতে হবে। প্রথমে একজনকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে বিধান দ্বারা অর্জন করা উদ্দেশ্যটি কী, এবং এই ধরনের উদ্দেশ্য অনুসারে সংবিধির ব্যাখ্যা করতে হবে।এবং এই ধারণাটি ধরে নিয়ে, যে কোনো অস্পষ্টতা এমনভাবে গঠন করলে সৃষ্টি হয়, সেই অস্পষ্টতা অবশ্যই সেই বিষয়টির পক্ষে থাকতে হবে যা মুক্তি পাওয়া । ফলস্বরূপ, এই আদালত ডিভিশন বেঞ্চ এবং ফুল বেঞ্চের বিতর্কিত রায়গুলির দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের সাথে একমত যে প্রশ্নযুক্ত ভবনগুলিকে ভবন কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত।

ভারতের ইউনিয়ন বনাম উড পেপার্স লিমিটেড (১৯৯০) ৪ এস. সি. সি ২৫৬:(১৯৯০) ২ এস. সি. আর ৬৫৯; সি. এস. টি বনাম আমারা রাজা ব্যাটারিজ লিমিটেড (২০০৯) ৮ এস. সি. সি ২০৯: (২০০৯) ১১ এস. সি. আর ৯৫৩;শুল্ক কমিশনার (প্রতিরোধ) বনাম এম. আম্বালাল এবং কোম্পানি (২০১১) ২ এস. সি. সি ৭৪: [২০১০] ১৫ এস. সি. আর ৯৩৭; সি. এস. টি বনাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোল এন্টারপ্রাইজ (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ৬০৭ [১৯৯৯] :১ এস. সি. আর ৮৭১;

ঝাড়খণ্ড রাজ্য বনাম টাটা কামিন্স লিমিটেড (২০০৬) ৪ এস. সি. সি ৫৭ [২০০৬] :৩ এস. সি. আর ৪৪৩; পন্ডিচেরি রাজ্য সমবায় সমিতি। কনজিউমার ফেডারেশন লিমিটেড বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পন্ডিচেরি (২০০৮)১ এস. সি. সি ২০৬: [২০০৭] ১১ এস. সি. আর ১১১৮-এর উপর নির্ভরশীল।

স্টার ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম শুল্ক কমিশনার (আমদানি) (২০১৬) ২ এস. সি. সি ৩৬২ঃ [২০১৫] ১১ এস. সি. আর ৫৭০; সি. সি. ই বনাম ফেভারিট ইন্ডাস্ট্রিজ (২০১২) ৭ এস. সি. সি ১৫৩; শুল্ক কমিশনার বনাম দিলীপ কুমার কোম্পানি (২০১৮)

২৯ কেরালা সরকার এবং আরেকজন বনাম মাদার সুপিরিয়র অ্যাডোরেশন কনভেন্ট

কেরালা সরকার\& এ. এন. আর. বনাম মা সুপারিয়র ২৯ অ্যাডোরেশন কনভেন্ট

৯ এস. সি. সি ১: [২০১৮] ৭ এস. সি. আর ১১৯১; সান এক্সপোর্ট কর্পোরেশন বনাম শুল্ক কালেক্টর ১৯৯৭ (৬) এস. সি. সি ৫৬৪: [২৯৯৭] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪৩৪; কুইন বনাম লিথেম (১৯০১) এস. সি ৪৯৫; উড়িষ্যা রাজ্য বনাম সুধাংশু শেখর মিশ্র [১৯৬৮] ২ এস. সি. আর ১৫৪; গুজরাট রাজ্য বনাম জিনাভাই রানছোদজি দারজি (১৯৭২) ১ এস. সি. সি ২৩৩[১৯৭২] :২ এস. সি. আর ৬৮৬; বিশম্বর দাস কোহলি বনাম সত্য ভাল্লা (১৯৯৩) ১ এস. সি. সি ৫৬৬ [১৯৯৩] :১ এস. সি. আর ১৭১; ডুরোফ্লেক্স কয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম সি. এস. টি (১৯৯৩) সম্পূরক ১ এস. সি. সি ৫৬৮; কর্ণাটক রাজ্য বনাম জি. সিনাপ্পা (১৯৯৩) সম্পূরক ১ ৬৪৮ এস. সি. সি.; বনবতী বনাম সত্যবতী ১৯৯৪ উল্লেখ করা হয়েছে

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৯০] ২ সি আর ৬৫৯	নির্ভর করা হয়েছে	১৯৯০
[২০১৫] ১১ সি আর ৫৭০	উল্লেখ করা হয়েছে	২০১৫
[১৯৯৯] ১ সি আর ৮৭১	নির্ভর করা হয়েছে	১৯৯৯
[২০০৬] ৩ সি আর ৪৪৩	নির্ভর করা হয়েছে	২০০৬
[২০০৭] ১১ সি আর ১১১৮	নির্ভর করা হয়েছে	২০০৭
[২০০৯] ১১ সি আর ৯৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	২০০৯
[২০১০] ১৫ সি আর ৯৩৭	নির্ভর করা হয়েছে	২০১০
(২০১২) ৭ এস সি সি ১৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	২০১২
[২০১৮] ৭ সি আর ১১৯১	উল্লেখ করা হয়েছে	২০১৮
[১৯৯৭] ১ সর্পূরক সি আর ৪৩৪	নির্ভর করা হয়েছে	১৯৯৭
(১৯০১) এ সি ৪৯৫	নির্ভর করা হয়েছে	১৯০১
[১৯৬৮] ২ সি আর ১৫৪	উল্লেখ করা হয়েছে	১৯৬৮
[১৯৭২] ২ সি আর ৬৮৬	উল্লেখ করা হয়েছে	১৯৭২
[১৯৯৩] ১ সি আর ১৭১	উল্লেখ করা হয়েছে	১৯৯৩
(১৯৯৩) সর্পূরক ১ এস সি সি ৫৬৮	উল্লেখ করা হয়েছে	১৯৯৩

(১৯৯৩) সর্পূরক ১ এস সি সি ৬৪৮	উল্লেখ করা হয়েছে	১৯৯৩
(১৯৯৪) সর্পূরক ২ এস সি সি ৫৫৬	উল্লেখ করা হয়েছে	১৯৯৪

দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার ; ২০১২ সালের ২০২ নং দেওয়ানি আপিল।

২০০৬ সালের (খ) এর ডবলু পি (সি) ২৭১০৮ নং কেরালার এরনাকুলাম হাইকোর্টের এর ২২.১১.২০০৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে

সঙ্গে

দেওয়ানী আপিল নং ২০১৫ সালের ৬৫৮৯ নম্বর, ২০১৬ সালের ১০২৯৮ নম্বর, ২০১৬ সালের ১০২৯৭ নম্বর, ২০১৬ সালের ১০৮৮১ নম্বর, ২০১২ সালের ২০৩ নম্বর, ২০১২ সালের ২০৪ নম্বর, ২০১২ সালের ২০৭ নম্বর, ২০১২ সালের ২০৬ নম্বর, ২০১২ সালের ২০৫ নম্বর, ২০২১ সালের ৭৪৫ নম্বর, ২০১৫ সালের ৫০৩৬ নম্বর, ২০১৪ সালের ৮৩৫১ নম্বর, ২০২১ সালের ৭৪৬ নম্বর, ২০২১ সালের ৭৪৭ নম্বর, ২০১৪ সালের ৮৩৫২ নম্বর, ২০১৫ সালের ৪৪৪৫ নম্বর, ২০১৫ সালের ৪৪৪৬ নম্বর, ২০১৫ সালের ৪৪৪৭ নম্বর, ২০১৬ সালের ৭৩৬৮ নম্বর।

জয়দীপ গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবী., সি. কে. শশী, অতুল শঙ্কর বিনোদ, এম. পি. বিনোদ, কৃষ্ণমোহন কে. মেনন, মিসেস দানিয়া নায়ার, পবনশ্রী আগরওয়াল, রাধা শ্যাম জেনা, পি. এ. নূর মহম্মদ, মিসেস গিফারা এস, বিলাল নিয়ামাথুলা, মিসেস রুক্সানা পি. এন, রামেশ্বর প্রসাদ গোয়েল, এ. ভেনাগম বালান, সাজিত, পি, টি. জি. নারায়ণন নায়ার, রয় আব্রাহাম, মিসেস রীনা রায়, অখিল রায়, হিমিন্দর লাল, নিশে রাজন শঙ্কার, মিসেস ম্যাথিউ লিজ, এ. এম. পাট্টিয়ানি, মিসেস মঞ্জু পাট্টিয়ানি, মিসেস অক্ষরা পাট্টিয়ানি, জোস আব্রাহাম, মিসেস প্রিয়াঙ্কা, মিসেস জি. প্রকাশ, মিসেস জি. প্রকাশ, আইনজীবীরা উপস্থিত পক্ষ গুলির জন্য

আদালতের রায় টি প্রদান করেছিলেন

আর. এফ. নরিম্যান, বিচারপতি

১। অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২।এই সমস্ত আপিলগুলি কেরালা ভবন কর আইন, ১৯৭৫-এ অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের বিধানের সাথে সম্পর্কিত। ধারা ৩ (১) খ)-এর অধীনে যে ভবনগুলি মূলত ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে কারখানা বা কর্মশালা হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে এই আইনের অধীনে ভবন কর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। একটি বাদে সমস্ত আপিল কেরালা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা কেরালা সরকারের একটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা পাস করা ২২.১১.২০০৭ তারিখের রায়ের বিরুদ্ধে কেরালা সরকার এবং আরেকজন বনাম মাদারা সুপিরিয়র আদোরেশন কনভেন্ট(২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০২) এর দ্বারা এবং কেরালা রাজ্য বনাম ইউনিটি হাসপাতাল (পি) লিমিটেডের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায় (২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০৭), তারিখের একটি রায়ের দ্বারা । উভয় রায়ই প্রশ্নবিদ্ধ ভবনগুলিকে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য আপিলগুলিতে এমন রায় রয়েছে যা এই রায়গুলির মধ্যে একটি বা উভয়টিকে অনুসরণ করে। একজন মূল্যায়নকারীর একমাত্র আপিল, প্রশাসক, জোস গিরি হাসপাতাল বনাম কেরালা সরকার (২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০৪), একটি রায় থেকে

৩১ কেরালা সরকার এবং আরেকজন বনাম মাদার সুপিরিয়র অ্যাডোরেশন কনভেন্ট

কেরালা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের পক্ষে মামলার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে, এই রায়টি পূর্ণ বেঞ্চে পাঠানো হয়েছিল যা কেরালা রাজ্য বনাম ইউনিটি হাসপাতাল (পি) লিমিটেডের (২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০৭) রায়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলা হয়েছে যে এটি একটি ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

৩ । তথ্যের দিক থেকে, আমাদের সামনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। হয় আমাদের সামনে প্রথম আবেদনের মতো সন্ন্যাসিনীদের জন্য আবাসিক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে অথবা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছাত্রাবাস থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই, রাজ্য দাবি করে যে সন্ন্যাসিনীদের জন্য আবাসিক থাকার ব্যবস্থা হিসাবে কোনও ছাড় দেওয়া উচিত নয় এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাস ধর্মীয় বা শিক্ষাগত উদ্দেশ্য ছাড়াও আবাসিক হবে এবং তাই আইনের ৩ (১) (খ) ধারায় অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের আওতায় আসবে না।

৪। আমরা ২০১২ সালের ২০২ নং দেওয়ানী আপিলের তথ্যগুলি গ্রহণ করতে পারি। এই ক্ষেত্রে, ১৪.০৩.২০০২ তারিখের মূল্যায়নের আদেশের মাধ্যমে, একটি কনভেন্টে সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্য ধর্মীয় প্রশিক্ষণ নেওয়া সন্ন্যাসিনীদের আবাসিক বাসস্থানের উপর ভবন কর ধার্য করা হয়েছিল। উপরোক্ত মূল্যায়নের বিরুদ্ধে, করের বিরুদ্ধে, উত্তরদাতা ২০০২ সালের ১১২৪৬ নং ও পি দায়ের করেছিলেন এবং হাইকোর্ট তার রায় এবং ২৯.৫.২০০২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত মূল্যায়ন আদেশ বাতিল করে এবং তহসিলকে তার সিদ্ধান্তের জন্য মামলাটি সরকারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১০.২.২০০৪-এ উত্তরদাতা দ্বারা সরকারের কাছে একটি উপস্থাপনা করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিলঃ

২. বর্তমানে আমরা এখানে বসবাসকারী ৮ জন সন্ন্যাসিনী কে পূর্ব থোডুপুজার বিনজন মাতা চার্চ এবং চার্চের আশেপাশের মানুষের ধর্মীয় ও দাতব্য চাহিদা পূরণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, জাতি, ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে।

সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্য আমরা ৮ বছর কঠোর ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং তারপর সারা জীবন একজন সন্ন্যাসিনীর মতো জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

৮. আনুগত্যের অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হল পৃথক পৃথক সন্ন্যাসিনী দের তাদের নির্বাচিত উচ্চতর সন্ন্যাসিনী দের দ্বারা ব্যবহার করা, যেখানে তাদের পরিষেবাগুলি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এর অর্থ হল, আমরা বর্তমানে এই কনভেন্টের সাথে সংযুক্ত বর্তমান বোনেরা এখানে স্থায়ী সদস্য নই। আমরা

বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা, এবং আমাদের সুপিরিয়র কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে অন্য জায়গায় স্থাসন্যাসিনী্তরিত করা হবে।

৯। এত কিছুর পরেও, স্থানীয়দের ধর্মীয় ও দাতব্য চাহিদা মেটানোর জন্য কনভেন্টটি এখানে একটি স্থায়ী স্থাপনা, যেখানে সদস্যদের পৃথকভাবে যথাযথ সময়ের জন্য পরিষেবা প্রদানের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

১১. সেন্ট মেরি প্রদেশের মণ্ডলীর সিস্টার্স অফ অ্যাডোরেশন অফ দ্য ব্লেসড স্যাক্রামেন্টের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কনভেন্টটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১২. নিকটবর্তী নিউম্যান কলেজ-থোডুপুঝায় কলেজ পড়াশোনা করা জুনিয়র বোনদের থাকার জন্যও এই ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, বর্তমানে এখানে ৮ জন ছাত্র-বোনও বসবাস করছে।

১৩. ভবনটি দুই তলা এবং এর পরিমাপ প্রায় ৫০০০ বর্গ ফিট । নিচতলায় একটি প্রার্থনা হল, রান্নাঘর, শয়নকক্ষ, অধ্যয়ন হল এবং বোনদের জন্য ছোট ঘর রয়েছে। উপরের তলায় বোনদের জন্য ৫টি কক্ষ, একটি ছাত্রাবাস এবং অধ্যয়ন হল রয়েছে।

১৪. ভবনটি কোনও সময়ে কোনও পরিমাণের জন্য দেওয়া হয় না, এবং ভবিষ্যতেও তা দেওয়া হবে না। এটি শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

৫। এই উপস্থাপনাটি সরকারের ১১.০৯.২০০৬ তারিখের আদেশ দ্বারা নিম্নরূপ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলঃ

"সরকার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছে। আবেদনকারীকে ১৬.৯.২০০৪-এ শুসন্যাসিনীি করা হয়েছে এবং তিনি দাবি করেছেন যে ভবনটি শুধুমাত্র ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে নিযুক্ত সন্যাসিনীদের থাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। ভবনের কোনও অংশ ভাড়া দেওয়া হয় না বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। শুসন্যাসিনীির সময় উপস্থাপিত নথিগুলি খতিয়ে দেখলে এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কনভেন্টটি মূলত কোনও ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। উপরের চতুর্থ কাগজ হিসাবে পড়া চিঠি অনুসারে ইদুক্কি জেলা কালেক্টর আরও জানিয়েছেন যে কনভেন্টে কোনও দাতব্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না এবং ভবনটি সন্যাসিনীদের আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত এবং জনসাধারণের উপাসনার মাধ্যমে এটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশ্যে একবার ব্যবহৃত দাবি করা, আচার-অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানগুলি অনুশীলন করা। এর মধ্যে এমন পালন, অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের সদস্যদের দ্বারা প্রথাগতভাবে সম্পাদিত হয়। যদি কোনও ভবনের প্রধান অংশের প্রধান ব্যবহার উপরের জন্য হয় তবে সেই ভবনটিকে মূলত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে

বলা যেতে পারে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, সরকারী আদেশে বলা হয়েছে যে, থোডুপুঝা তালুকের ২০৬ নং থোডুপুঝা গ্রামের জরিপ নম্বরের যে ভবনটির ভিত্তি এলাকা ৯০৩.২৪ এম ২ যার মালিকানা অ্যাডোরেশন কনভেন্ট, শান্তি ভবন, থোডুপুঝার, সেই ভবনটি কেরালা ভবন কর আইন, ১৯৭৫-এর ধারা ৩-এর অধীনে ছাড়ের যোগ্য নয়।

৬। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের রিট আর্জি নং.২৭১০৮ নামে একটি রিট আর্জি দায়ের করা হয়েছিল একজন বিদ্বান একক বিচারকের কাছে, যিনি তখন বিষয়টি একটি ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়েছিলেন কারণ তিনি কেরালা হাইকোর্টের একজন বিদ্বান একক বিচারকের আগের রায়ের সাথে একমত ছিলেন না। ২২.১১.২০০৭ তারিখের বিতর্কিত রায় দ্বারা, কেরালা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

৮. কনভেন্টে যে কার্যকলাপগুলি চলছে তা যদি প্রধানত ধর্মীয় হয়, তবে সাধারণত উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কনভেন্টের ভবনগুলিও ছাড়ের যোগ্য। অবশ্যই, যদি কোনও নির্দিষ্ট ভবন কোনও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে এই ধরনের ভবনগুলি আলাদা করা যেতে পারে। কোনও চ্যাপেল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে বিতর্ক নেই। এর সাথে সংযুক্ত, চ্যাপলেনের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটি ঘর থাকতে পারে ইত্যাদি। সেই ঘরটি কি আলাদা করা যেতে পারে এবং বলা যেতে পারে যে এটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। আমরা মনে করি যে উত্তরটি নেতিবাচক হওয়া উচিত। যদি কনভেন্টের ভবনগুলি সাধারণত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এবং ভবনগুলির মধ্যে একটি সেখানে কোনও বন্দীর বসবাসের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে এটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হিসাবেও বিবেচিত হবে। এর বিপরীতে যে কোনও ব্যাখ্যা অযৌক্তিক হবে। সুতরাং, আমরা মনে করি যে কোনও কনভেন্টে সন্যাসিনীদের বসবাসের জন্য ব্যবহৃত ভবনগুলি মূলত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং তাই ছাড়ের যোগ্যও হওয়া উচিত। আমরা সি. এন. রামচন্দ্রন নায়ার, বিচারপতি , লিখিত আর্জি (সি) নং.২৭২৫০/০৬-এ প্রকাশিত মতামতের সাথে সম্মানজনকভাবে একমত। ডবলু.এ. ২৪২৪/০৫-এর রায়টি -এর সাথে সম্পর্কিত

একটি কনভেন্ট দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বোর্ডিং এবং লজিং হাউসের মামলা যেখানে কক্ষগুলি ভাড়া দেওয়া হয় এবং ফি আদায় করা হয়। যদি কনভেন্টটি একটি বাণিজ্যিক বা শিল্প ইউনিট চালায়, তবে যে ভবন আবাসনটি সেই প্রতিষ্ঠানটি ছাড়ের যোগ্য হবে না। কনভেন্টে সন্যাসিনীদের থাকার জন্য ব্যবহৃত ভবনয়ের ক্ষেত্রে এই নীতিটি প্রয়োগ করা যাবে না। বিদ্বান সরকারী উকিলের উপর নির্ভর করা শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তেরও এই মামলার তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই। এতে বিবেচনা করা বিষয় ছিল যে কোনও স্কুল থাকার জন্য ব্যবহৃত ভবনকে দাতব্য উদ্দেশ্যে বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত ভবন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা। সেখানে বর্ণিত নীতির এই মামলার তথ্যের কোনও প্রয়োগ নেই। "

৭। ২০১২ সালের ২০৭ নং দেওয়ানী আপিলের ২০১০ সালের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের রায়টি প্রশাসক, জোস গিরি হাসপাতাল বনাম কেরালা সরকার, যা ২০১২ সালের ২০৪ নং দেওয়ানী আপিলের অন্তর্ভুক্ত, সেই মামলার ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের সঠিকতা নিয়ে একটি ডিভিশন বেঞ্চের সন্দেহের ফল ছিল। পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের ২ ও ৩ অনুচ্ছেদে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিলঃ

২. উত্থাপিত প্রশ্নটি হল যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস ভবন কেরল ভবন কর আইন, ১৯৭৫-এর ধারা ৩ (১) (খ)-এর অধীনে ভবন কর থেকে ছাড়ের অধিকারী কিনা (এরপরে সংক্ষেপে আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যা "শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে" ব্যবহৃত ভবনগুলির জন্য ভবন কর ছাড়ের বিধান করে।

৩. যদিও রিট আপিলের সাথে জড়িত ভবনটি একটি নার্সিং স্কুলের মালিকানাধীন একটি ছাত্রাবাস ভবন, রিট আপিলের সাথে জড়িত ভবনটি একটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনার মালিকানাধীন আবাসিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত একটি ছাত্রাবাস ভবন।

পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ বলেছেঃ

৬. বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হল উপরের বিভাগে উল্লিখিত "শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য"-এর কি শুধুমাত্র একটি সীমাবদ্ধ অর্থ রয়েছে যা ভবনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া হয়; অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানাধীন ছাত্রাবাস ভবনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার বৃহত্তর অর্থ রয়েছে কিনা। এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ উপরোক্ত রায়ে বলেছে যে "শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য" শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্য গুলি কে অন্তর্ভুক্ত করে

যেগুলির শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, তাৎক্ষণিক এবং নিকটবর্তী সম্পর্ক রয়েছে। রেফারেন্স আদেশে, আমাদের মধ্যে একজন সদস্য [সি এন আর (জে) সহ আরেকটি ডিভিশন বেঞ্চ এই অভিমত পোষণ করেছে যে, আগের রায়ে অন্য ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত উপরের পরীক্ষাটি অন্তত নার্সিং স্কুল এবং চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ছাত্রাবাসগুলির ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট এবং সম্ভবত সেই রায়ে নেওয়া উপসংহারেই ভুল রয়েছে। আমরা যা লক্ষ্য করেছি তা হল, ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং নার্সিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার শিক্ষামূলক নিয়মকানুন বিবেচনা করেনি, যা বাধ্যতামূলক করে যে কোনও মেডিকেল কলেজ বা নার্সিং কলেজের অনুমোদন পাওয়ার জন্য রোগীদের জন্য হাসপাতাল এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাসের সুবিধা বাধ্যতামূলক। রাজ্যও এই অবস্থানের বিরোধিতা করে না এবং প্রকৃতপক্ষে সরকার পরিচালিত কলেজগুলি সহ রাজ্যে পরিচালিত সমস্ত মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং কলেজগুলির নিজস্ব বা সংযুক্ত হাসপাতালের হাসপাতাল রয়েছে এবং সমস্ত শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ছাত্রাবাস রয়েছে। কলেজগুলির খুব কাছের এলাকাগুলি থেকে আসা খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়া, সমস্ত নার্সিং ও মেডিকেল শিক্ষার্থীরা তাদের কলেজগুলির সাথে সংযুক্ত ছাত্রাবাসে বাস করে। মেডিকেল ও নার্সিং কলেজগুলির শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে চিকিৎসা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং প্রাক্তন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পর্যায়ক্রমে হাসপাতালে মোতায়েন করা হয়। কলেজ প্রাঙ্গনে বা আশেপাশের শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা না করা হলে, তাদের পক্ষে, বিশেষত মেয়েদের পক্ষে, রাতের বিজোড় সময়ে মেডিকেল এবং নার্সিং কলেজগুলির সাথে সংযুক্ত হাসপাতালে কর্তব্যের জন্য পৌঁছানো সম্ভব হত না। অতএব, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং নার্সিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া প্রতিটি মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং কলেজের জন্য ছাত্রাবাস সুবিধা বাধ্যতামূলক করেছে এবং এই সুবিধা ছাড়া কোনও মেডিকেল বা নার্সিং কলেজ মেডিকেল কাউন্সিল বা নার্সিং কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদন পাবে না এবং কেবল তাদের অনুমোদনের ভিত্তিতেই মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেতে পারে। আমাদের মতে, ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষা অর্থাৎ শিক্ষার সাথে ছাত্রাবাস ভবনের অবিচ্ছেদ্য, তাত্ক্ষণিক এবং নিকটবর্তী সংযোগ, নার্সিং স্কুল এবং অন্যান্য মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত ছাত্রাবাসগুলির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট, যার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুমোদনের জন্য বাধ্যতামূলক ছাত্রাবাস সুবিধা প্রয়োজন। অতএব, আমরা মনে করি যে, মেডিকেল ও নার্সিং কলেজগুলির মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা কোনও কোর্স স্টাডি বা কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের জন্য ছাত্রাবাস বাধ্যতামূলক, ছাত্রাবাস ভবন

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং এতটাই বেশি, ছাত্রাবাস ভবনে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা শিক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয় এবং তাই ছাত্রাবাস ভবনটি ভবন কর থেকে ছাড়ের যোগ্য। উপরের অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তের সাথে একমত হতে পারি না অর্থাৎ নার্সিং স্কুলের সাথে সংযুক্ত ছাত্রাবাস ভবনে ছাড়ের অস্বীকার।

৭. পরবর্তী যে প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে তা হল অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রদত্ত ছাত্রাবাসের সুবিধা, যা শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষাগত বিধিমালা অনুসারে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজন হয় না, তা কি কর ছাড়ের জন্য ছাত্রাবাস ভবনগুলিকে যোগ্য করে তোলার একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে, আমাদের অবশ্যই সংবিধানে প্রদত্ত ছাড়ের ধারার উদ্দেশ্য এবং সুযোগ বিবেচনা করতে হবে। যদিও আবেদনকারীদের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী কেরালা পৌরসভা আইনের ২৩৫ ধারার উপর নির্ভর করেছেন, যা একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ছাত্রাবাস ভবন সহ শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবনগুলিকে ছাড়ের ব্যবস্থা করে, জ্ঞানী সরকারী উকিল দিল্লি পৌর কর্পোরেশন বনাম চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট, এ. আই. আর ১৯৯২ এস. সি ১৪৫৬-এ সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে স্কুল ভবনগুলি দিল্লি পৌর কর্পোরেশন আইনের অধীনে পৌর কর থেকে ছাড়ের অধিকারী নয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়টি দেখার পরে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে দিল্লি পৌর কর্পোরেশন আইনের অধীনে সম্পত্তি কর থেকে ছাড়ের বিধানটি কেরালা ভবন কর আইনের বিধানগুলির মতো নয়, এবং আমাদের দৃষ্টিতে, এই ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের দ্বারা করা ছাড়ের দাবির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সিদ্ধান্তটি প্রয়োগ করা যাবে না। যদিও কেরালা পৌরসভা আইনের ধারা ২৩৫ নং ধারায় একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ছাত্রাবাস ভবনগুলির জন্য বিশেষভাবে সম্পত্তি কর ছাড়ের বিধান রয়েছে, তবে কেরালা ভবন কর আইনের ৩ (১) (ক) ধারায় ছাত্রাবাস ভবনগুলির জন্য কোনও নির্দিষ্ট ছাড় নেই। অতএব, আমাদের পরীক্ষা করতে হবে যে ধারা ৩ (১) (ক)-তে উল্লিখিত "শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য"-এর অর্থ কেবল সীমাবদ্ধ বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছাত্র সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণকারী সমস্ত ভবনকে অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তৃত অর্থ রয়েছে কিনা। এই প্রসঙ্গে, আমাদের অবশ্যই রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রদত্ত ছাত্রাবাস সুবিধার সাধারণ প্যাটার্ন বিবেচনা করতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে, বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি

প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং পার্বত্য স্টেশনগুলি সহ সমগ্র কেরলে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা স্থানীয় অঞ্চলের নয় এবং তাদের অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রদত্ত ছাত্রাবাস সুবিধার উপর নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ভর্তি কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ভিত্তিতে দেওয়া হয় এবং খুব কমই কোনও শিক্ষার্থী তার বাড়ির কাছাকাছি কোনও কলেজে ভর্তি হতে পারে। অতএব, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রাবাস বাসস্থানের উপর নির্ভর করতে হয়। কলেজের কাছাকাছি শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস থাকার ব্যবস্থা না করলে কলেজগুলি শিক্ষার্থীদের পাবে না। অতএব, শিক্ষার্থীদের তাদের প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ করে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রাবাসের জন্য কেবল ভবন, বিদ্যুৎ এবং জলের সংযোগের মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার্থীরা ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে বিশৃঙ্খলা চালাচ্ছে। আমাদের মতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সংযুক্ত ছাত্রাবাসগুলি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক উদ্যোগ বলে রাষ্ট্রের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রদত্ত ছাত্রাবাস শিক্ষার উদ্দেশ্যে কিনা তা বিবেচনা করার জন্য, আমাদের বিবেচনা করতে হবে যদি এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য ছাত্রাবাসের সুবিধা না থাকে। স্পষ্টতই, এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের উৎস করতে হয়, যা কেবল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যের হাজার হাজার স্কুল ও কলেজে ছাত্রাবাসের সুবিধা নেই কারণ তারা শুধুমাত্র স্থানীয় এলাকার শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভরশীল। তবে, যেখানেই কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থী রয়েছে এবং অনাবাসী ভারতীয়রা তাদের সন্তানদের কেরালায় পড়াশোনার জন্য পাঠাচ্ছে, সেখানে অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসের সুবিধা প্রদান করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, ছাত্রাবাসের সুবিধা ছাড়া, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকবে না।

অতএব, আমরা মনে করি আবাসন একটি প্রয়োজনীয় সুবিধা, যা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করতে হবে; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীদের থাকার উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য ব্যবহৃত এই ধরনের ভবনের উদ্দেশ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যে যোগ্য।

৯। অতএব, আমরা মনে করি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানাধীন ভবনগুলি -কে ছাত্রাবাস থাকার ব্যবস্থা করার জন্য

আইনের ধারা ৩ (১)-এর প্রকরণ(খ)-এর অধীনে কোনও শিক্ষার্থী ভবন কর ছাড়ের যোগ্য। তবে শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য সমস্ত ভবন ভবন কর ছাড়ের যোগ্য নয় কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আশেপাশে বিভিন্ন লোকের দ্বারা নির্মিত অনেকগুলি লজ ভবন রয়েছে যার মধ্যে ছাত্রাবাসের সুবিধা নেই, এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। ভাড়াটিয়া শিক্ষার্থী হোক বা না হোক বেসরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা ভবনগুলি ছেড়ে দেওয়া একটি বাণিজ্যিক কার্যকলাপ। অন্য কথায়, কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ছাত্রাবাস ভবনগুলি এই জাতীয় ছাত্রাবাসে নিজস্ব শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য ধারা ৩ (১) আইনের প্রকরণ (খ)-এর অধীনে ছাড়ের যোগ্য হবে।

৮. কেরালা রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্ত এই রায়গুলির সঠিকতার সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আর্থিক সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের বিধান অবশ্যই কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং সন্দেহ বা অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে অবশ্যই রাজ্যের পক্ষে বোঝা উচিত। এই প্রস্তাবের জন্য, তিনি বেশ কয়েকটি রায় উদ্‌ধৃত করেছেন। তারপরে তিনি আইনের ৩ (১) (ক) ধারা বিশ্লেষণ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে মূলত ধর্মীয় বা শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি ভবন কেবল এমন একটি ভবন হতে পারে যা ধর্মীয়/শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এমন ক্রিয়াকলাপের জন্য নয় যার ধর্মীয়/শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই, যেমন সন্ন্যাসিনী, সন্যাসিনীদের আবাসিক আবাস বা শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ধারা ৩ (১) (খ)-তে অস্পষ্টতা রয়েছে বলে ধরে নিয়ে, ধর্মীয়/শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত একটি উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তবুও অস্পষ্টতা রাজ্যের পক্ষে সমাধান করতে হবে এবং এটি তাই, এই সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে, ডিভিশন বেঞ্চের রায় এবং ফুল বেঞ্চের রায় ভুল। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে আইনের ধারা ২ (জ্ঞ)-তে "ভবন" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার অর্থ একটি পৃথক বাড়ি, আউট-হাউস ইত্যাদি। এবং বর্তমান ক্ষেত্রে যেহেতু যে ভবনগুলিতে সন্ন্যাসিনীরা থাকেন এবং ছাত্রাবাস যেখানে ছাত্রছাত্রীরা থাকেন, সেখানে কোনও ধর্মীয়/শিক্ষামূলক কাজকর্ম করা হয় না, তাই এই ধরনের ভবনগুলি, যা মূলত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না, সম্ভবত এই আইনের আওতায় ছাড় দেওয়া যাবে না।

৯। উত্তরদাতাদের পক্ষে বিজ্ঞআইনজীবী ডিভিশন বেঞ্চ এবং ফুল বেঞ্চের রায়কে সমর্থন করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তথ্যের ভিত্তিতে, একটি উপকারী আইন যা ধর্মীয়, দাতব্য এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, এবং যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত,

এবং এই ক্ষেত্রে, উপরোক্ত রায়গুলিকে বিঘ্নিত করার প্রয়োজন নেই।

১০. সমস্ত পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর, আমাদের অবশ্যই প্রথমে কেরালা ভবন কর আইন, ১৯৭৫-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নির্ধারণ করতে হবেঃ

"২. ***সংজ্ঞা***-এই আইনে, যদি না প্রসঙ্গটি অন্যথায় প্রয়োজন হয়,

" (জ্ঞ)" "ভবন" "অর্থ কোনও বাড়ি, বাইরের বাড়ি, গ্যারেজ বা অন্য কোনও কাঠামো বা তার অংশ, তা সে রাজমিস্ত্রি, ইট, কাঠ, ধাতু বা অন্যান্য উপাদানেরই হোক না কেন, তবে এর মধ্যে কোনও বহনযোগ্য আশ্রয় বা প্রধানত কাদা, বাঁশ, পাতা, ঘাস বা খড় দিয়ে নির্মিত কোনও শেড বা মূল কাঠামোর সাথে সংযুক্ত নয় এমন কোনও শৌচাগার অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(ঝ) "মালিক" বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি নিজের বা নিজের এবং অন্যদের কারণে বা অন্য কোনও ব্যক্তির প্রতিনিধি, ট্রাস্টি, অভিভাবক বা রিসিভার হিসাবে কোনও ভবনয়ের ভাড়া গ্রহণ করছেন বা গ্রহণের অধিকারী, অথবা যদি ভবন বা তার অংশ কোনও ভাড়াটেকে ভাড়া দেওয়া হয় তবে ভাড়া গ্রহণ করবেন বা তা গ্রহণের অধিকারী হবেন;

" (১)" "আবাসিক ভবন" "অর্থ একটি ভবন বা অন্য কোনও কাঠামো বা তার অংশ যা কেবলমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত, যার মধ্যে মূল ভবনের আরও উপকারী উপভোগের জন্য ভবনয়ের সংলগ্ন আউটহাউস বা গ্যারেজ রয়েছে তবে হোটেল, থাকার জায়গা, লজ এবং এর মতো অন্তর্ভুক্ত নয়।"

৩. ***ছাড়***-(১) এই আইনের কোনও কিছুই- -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না

(ক) কেরালা সরকার বা ভারত সরকার বা কোনও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভবন; এবং

(খ) ভবনগুলি মূলত ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে বা কারখানা বা কর্মশালা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাখ্যা-এই উপধারার উদ্দেশ্যে, "দাতব্য উদ্দেশ্যে" দরিদ্রদের ত্রাণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৫। ***ভবন করের ধার্যকরণ-*** (১) এই আইনে অন্যান্য বিধির অধীনে, প্রতি বিল্ডিংয়ের জন্য, যার নির্মাণ নির্ধারিত দিনের পর সম্পন্ন হয়েছে, একটি কর আরোপিত হবে (এটি পরবর্তীতে "ভবন কর" হিসেবে উল্লেখিত হবে), যা প্লিন্থ এলাকাভিত্তিক এবং নির্ধারিত সূচীতে উল্লেখিত হারে ধার্য হবে।

৫ক ।বিলাসিতা ***করের ধার্যকরণ-*** (১) এই আইনে উল্লিখিত যেকোনো কিছু সত্ত্বেও, ১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল বা তার পরবর্তীতে সম্পন্ন সব ভবনের ২৭৮.৭ বর্গ ফিট এ প্লিন্থ্ এলাকার ভিত্তিতে, তপসিল ।।-এ নির্ধারিত হারে, বার্ষিক বিলাসিতা কর আরোপিত হবে।

১১। আমাদের সামনে যে মামলা আইনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে আসার আগে প্রথমে ৩ (১) (খ) ধারাটি বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যার সঙ্গে আমরা সরাসরি জড়িত। প্রথম এবং সর্বাগ্রে, বিষয় হল "ভবন" যা সংজ্ঞায়িত হিসাবে একটি বাড়ি বা অন্যান্য কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করবে। দ্বিতীয়ত, ছাড়টি ব্যবহারকারীর উপর ভিত্তি করে এবং মালিকানার উপর নয়। তৃতীয়ত, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল "প্রধানত" অভিব্যক্তিটি, যা দেখায় যে আইনসভা এই ছাড়টি এমন ভবনগুলিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা "প্রধানত" এবং সেখানে উল্লিখিত উদ্দেশ্যে একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত হয় না। তাই প্রধান উদ্দেশ্য হল এই ধরনের ভবনটি অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিনা তা দেখার জন্য প্রয়োগ করা পরীক্ষা। চতুর্থত, ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যগুলি আইনসভা দ্বারা ছাড়ের যোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয় কারণ তারা ব্যবসা বা বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত নয়। পঞ্চমত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে এমনকি কারখানা বা কর্মশালা যা পণ্য উৎপাদন করে এবং পরিষেবা প্রদান করে সেগুলিও ছাড় দেওয়া হয়, লাভের উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, কারণ আইনসভা স্পষ্টতই কারখানা এবং কর্মশালায় পরিষেবাগুলিতে উৎপাদন বাড়াতে চায়। যা লক্ষণীয় তা হল "প্রধানত ব্যবহৃত" অভিব্যক্তিটি "হিসাবে" অভিব্যক্তিটির চেয়ে বিস্তৃত যা "কারখানা বা কর্মশালা" শব্দের আগে রয়েছে।

১২. বিধানটি পড়ে দেখা যাবে যে, মূলত ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবনগুলিকে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্য হবে মূল ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি সরাসরি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত উদ্দেশ্যগুলির জন্য। একটি উদাহরণ ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে সরাসরি যুক্ত একটি উদ্দেশ্য এবং এমন একটি উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য যথেষ্ট যা কেবল পরোক্ষভাবে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত। একটি মামলা নিন যেখানে, ২০১২ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২০২-এর তথ্যের বিপরীতে, সন্যাসিনীরা কোনও কনভেন্টের পাশের ভবনে বসবাস করছেন না যাতে তারা ধর্মীয় শিক্ষার জন্য কনভেন্টে যেতে পারেন। এমন একটি কেস নিন যেখানে কনভেন্টের পার্শ্ববর্তী ভবনটি জনসাধারণের যে কোনও সদস্যকে ভাড়ায় দেওয়া হয় এবং ভাড়াটি কেবল মূল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা কি বলা যেতে পারে যে বাজার ভাড়ায় দেওয়া ভাড়া ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত হবে কারণ যে ভাড়া পাওয়া যায় তা কেবল ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ফিরিয়ে দেওয়া হয়? বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে একটি ভবন ভাড়া দিলে

৪১ কেরালা সরকার এবং আরেকজন বনাম মাদার সুপিরিয়র অ্যাডোরেশন কনভেন্ট

ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্তিসঙ্গত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় । ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সাথে পরোক্ষ সংযোগ হ 'ল মুনাফা যা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ফিরিয়ে আনা হয় তা অবশ্যই এই ধরনের ভবনকে ছাড় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না। তবে অন্যদিকে, সন্ন্যাসিনীরা যদি কেবল কোনও কনভেন্টের পার্শ্ববর্তী ভবনে থাকেন যাতে তারা সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, বা যদি শিক্ষার্থীরা যে স্কুল বা কলেজের কাছাকাছি ছাত্রাবাসে থাকে যেখানে তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে এই ধরনের বাসস্থানের উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নয় বরং ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত বাসস্থান।

১৩। আইনের অন্যান্য বিধানগুলি পড়া উপরোক্ত উপসংহারকে শক্তিশালী করে। ধারা ২ (১)-এ "আবাসিক ভবন"-কে "ভবন" থেকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। "আবাসিক ভবন" অর্থ একটি ভবন বা অন্য কোনও কাঠামো বা তার অংশ যা কেবলমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে "আবাসিক ভবন" আইনের ৩ ধারার অধীনে ছাড়ের বিষয় নয়। আইনের ৫ক ধারায় এর সম্পূর্ণ বিপরীতটি পাওয়া যায়, যা একটি অ-অবরুদ্ধ ধারা দিয়ে শুরু হয় এবং যা বলে যে ২৭৮.৭ বর্গমিটারের ভিত্তি এলাকা সহ সমস্ত আবাসিক ভবনগুলির উপর বিলাসিতা কর ধার্য করতে হবে এবং যা ১.৪.১৯৯৯-এ বা তার পরে সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি আমরা রাষ্ট্রের যুক্তি মেনে নিই, যে ভবনগুলিতে সন্ন্যাসিনীদের রাখা হয় এবং শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাসে রাখা হয়, যেগুলি ১.৪.১৯৯৯-এর পরে সম্পন্ন হয়েছে এবং যার প্লিন্থ্ এলাকা ২৭৮.৭ বর্গমিটার, সেগুলি বিলাসিতা কর দিতে দায়বদ্ধ হবে কারণ এই ভবনগুলি এখন আর মূলত ধর্মীয় বা শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবন হবে না, বরং কেবল আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত আবাসিক ভবন হবে। এটি এই ধরনের ভবনগুলিকে তার মাথার উপর ছাড় দেওয়ার লক্ষ্যে অর্জন করা উদ্দেশ্যকে পরিণত করবে। এই কারণেও, আমরা রাষ্ট্রের এই আবেদনকে সমর্থন করতে পারি না যে ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যকলাপের সাথে সমন্বিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবনগুলি এখনও আইনের ৩ (১) (খ) ধারায় অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের আওতার বাইরে। আমরা এখন মামলা আইনটি পরীক্ষা করতে পারি।

১৪.ভারতের ইউনিয়ন বনাম উড পেপার্স লিমিটেড (১৯৯০) ৪ এস. সি. সি ২৫৬-এর কর নিয়মে ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত নিয়মটি নিম্নরূপ সাজানো হয়েছিলঃ

"৪. ছাড়ের অধিকার নির্ভর করে উপরের সারণিতে ব্যবহৃত" যে কোনও কারখানা উৎপাদন শুরু করছে "অভিব্যক্তিটি নির্মাণের উপর। আক্ষরিক অর্থে ছাড় হল দায়, কর বা শুল্ক থেকে মুক্তি। আর্থিকভাবে এটি বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে, বিশেষ করে, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন ইউনিটগুলিতে করের ছুটি,

সীমিত সময়ের জন্য বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সহ পণ্য বা ব্যক্তিদের জন্য করের ছাড়ের হার ইত্যাদি। এই কারণেই এর নির্মাণ, চার্জিং বিধানের বিপরীতে, বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে একটি ছাড়ের বিধান একটি ব্যতিক্রমের মতো এবং নির্মাণ বা সংবিধির ব্যাখ্যার স্বাভাবিক নীতির উপর এটি হয় আইনী অভিপ্রায় বা অসম বোঝার অর্থনৈতিক ন্যায্যতা বা রাজ্যের রাজস্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আর্থিক বিধানগুলির প্রগতিশীল পদ্ধতির উপর কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু একবার ব্যতিক্রম বা ছাড় প্রযোজ্য হয়ে গেলে কোনও নিয়ম বা নীতি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। সত্যিই বলতে গেলে, ছাড়ের বিধানের উদার ও কঠোর নির্মাণের জন্য এটি ব্যাখ্যার বিভিন্ন পর্যায়ে আহ্বান করা হয়। যখন প্রশ্নটি হয় যে কোনও বিষয় প্রজ্ঞাপনে বা ছাড়ের ধারায় পড়ে কিনা, তখন এটিকে ব্যতিক্রম প্রকৃতির বলে কঠোরভাবে এবং বিষয়ের বিরুদ্ধে বিবেচনা করতে হবে, কিন্তু একবার প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে অস্পষ্টতা বা সন্দেহ দূর হয়ে গেলে এবং বিষয়টি প্রজ্ঞাপনে পড়ে গেলে এটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা উচিত এবং এটি একটি বৃহত্তর ও উদার নির্মাণের আহ্বান জানায়। অতএব, প্রথম যে অনুশীলনটি গ্রহণ করতে হবে তা হল যদি ১৯৬৪ সালের আগে কারখানায় প্যাকিং এবং মোড়ানো উপাদানের উৎপাদন প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৫। আইনের এই বিবৃতিটি বেশ কয়েকটি রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে। এটি বলার জন্য যথেষ্ট যে স্টার ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম শুল্ক কমিশনার (আমদানি) (২০১৬) ২ এস. সি. সি ৩৬২-এ একই প্রস্তাবের জন্য প্রচুর সংখ্যক রায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. তবে, কর্তৃত্বের আরেকটি ধারা রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, এমনকি কর বিধিতেও ছাড়ের বিধানটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান করা হলে বা অন্যথায় এর পিছনে কোনও উপকারী কারণ থাকলে তা অর্জনের উদ্দেশ্য অনুসারে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। এই ক্ষেত্রে, কাঠের কাগজপত্র (উপরে উল্লিখিত) অনুসরণকারী রায়গুলির যৌক্তিকতা প্রযোজ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য কোনও নির্দিষ্ট জনস্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিষয়টিকে করের বোঝা চাপানো নয়। সুতরাং, সি. এস. টি বনাম শিল্প কয়লা উদ্যোগ (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ৬০৭-এ, এই আদালত বলেছিলঃ

১১. সি. আই. টি বনাম স্ট্র বোর্ড এম. এফ. জি. কো. লিমিটেড ১৯৮৯ সম্পূরক (২) এস. সি. সি. ৫২৩ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে কর সংক্রান্ত বিধিতে করের ছাড়ের হারের বিধানকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। একইভাবে বাজাজ টেম্পো লিমিটেড বনাম সি. আই. টি (১৯৯২) ৩ এস. সি. সি ৭৮-তেও বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং করের ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য

বিধিসমূহকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং ব্যতিক্রমের মাধ্যমে এর উপর আরোপিত বিধিনিষেধকে যুক্তিসঙ্গত ও উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে বিধানের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

১২. আমরা দেখতে পাই যে, বিক্রয় কর প্রদান থেকে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্য সবসময়ই মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং রাজ্যে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে শিল্প ইউনিট স্থাপন করা। যদি বাজাজ টেম্পো লিমিটেডের (১৯৯২) ৩ এস. সি. সি ৭৮ মামলায় নির্ধারিত পরীক্ষাটি প্রয়োগ করা হয়, তবে কোনও সন্দেহ নেই যে সমস্ত নির্ধারিত শর্ত পূরণ করার পরে উত্তরদাতাকে 'যে ছাড় দেওয়া হয়েছিল তা কেবলমাত্র এই কারণে বন্ধ হবে না যে, উত্তরদাতাকে জমি এবং ভবনয়ের মালিক হওয়ার কারণে মূলধন বিনিয়োগ ৩ লক্ষ টাকার সীমা অতিক্রম করেছে যেখানে ইউনিটটি স্থাসন্যাসিনী্তরিত হয়েছিল। যদি আবেদনকারীর দ্বারা স্থাপন করা নির্মাণটি গৃহীত হয়, তবে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটি পরাজিত হবে। সর্বোপরি, উত্তরদাতা কেবল ইউনিটটিকে তার নিজের প্রাঙ্গনে স্থাসন্যাসিনী্তরিত করেছিলেন যা উত্তরদাতার পক্ষে ইজারা গ্রহীতার অনিশ্চয়তার কারণে এবং তার আয়ের একটি অংশ ভাড়ায় ব্যয় করার প্রয়োজন ছাড়াই পণ্যের উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া আরও সুবিধাজনক এবং সহজ করে তুলেছিল। আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এমন নয় যে, ৩ লক্ষ টাকার কম মূলধন বিনিয়োগের একক হিসাবে ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রাসঙ্গিক বিধির কোনও বিধানকে পরাজিত করার লক্ষ্যে মূলধন বিনিয়োগকে পরে ৩ লক্ষ টাকার বেশি পরিমাণে বাড়ানোর ক্ষেত্রে উত্তরদাতার পক্ষ থেকে কোনও খারাপ মনোভাব ছিল না।

১৭। একইভাবে, ঝাড়খণ্ড রাজ্য বনাম টাটা কামিন্স লিমিটেড (২০০৬) ৪ এস. সি. সি ৫৭-এ একটি অনগ্রসর অঞ্চলে একটি শিল্প স্থাপনের জন্য কর ছাড় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নরূপে রায় দিয়েছেঃ

১৬. বিজ্ঞপ্তিগুলির সঙ্গে উপরোক্ত নীতিটি বিশ্লেষণ করার আগে "কর" শব্দের অর্থ মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কর হল সাধারণ রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য একটি অর্থ প্রদান। এটি একটি বোঝা। এটি প্রদানের ক্ষমতা বা ক্ষমতার নীতির উপর ভিত্তি করে। এটি রাজ্যের কর দেওয়ার ক্ষমতার একটি প্রকাশ। একটি আইনের অধীনে কর প্রদান থেকে ছাড় হ'ল কর দায় থেকে ছাড়। অতএব, এই ধরনের প্রতিটি ছাড় বিজ্ঞপ্তি কঠোরভাবে পড়তে হবে। তবে, যখন কোনও করদাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে

শিল্প নীতির একটি শর্ত হিসাবে অনগ্রসর অঞ্চলে একটি শিল্প স্থাপনের জন্য একটি কর ছাড়, আমাদের শিল্প নীতির প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নের বিজ্ঞপ্তিগুলি পড়তে হবে। এই ক্ষেত্রে, ছাড়ের বিজ্ঞপ্তিগুলি শিল্প নীতির দ্বারা পরিকল্পিত উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রেখে উদারভাবে পড়তে হবে এবং কর আইনের অধীনে কর দায় থেকে ছাড়ের ক্ষেত্রে কঠোর অর্থে নয়।

১৮। একইভাবে, পন্ডিচেরি রাজ্য সমবায় কনজিউমার ফেডারেশন লিমিটেড বনাম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পন্ডিচেরি (২০০৮) ১ এস. সি. সি ২০৬ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ

৫. আবেদনকারী করদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ভেঙ্কটরমন বলেন যে, এই প্রশ্নটি আর সমন্বিত নয় এবং ভাদিলাল কেমিক্যালস লিমিটেড বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৫) ৬ এস. সি. সি ২৯২ মামলায় এই আদালতের রায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সেই ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি প্রশ্ন একই পরিস্থিতিতে বিবেচনার জন্য পড়েছিল। সেখানেও প্রশ্ন ছিল যে, যে ক্ষুদ্র শিল্পটি অ্যানহাইড্রস অ্যামোনিয়ার বোতলজাতকরণে নিযুক্ত ছিল, তাকে কি এই ভিত্তিতে বিক্রয় কর প্রদান থেকে ছাড়ের অধিকারী বলা যেতে পারে যে, তারা এই ধরনের পণ্য উৎপাদন করছে কারণ ১৭- ৩- ১৯৯৩ তারিখে জিওএম নং ১১৭ তে অন্ধ্র প্রদেশ সরকার সাধারণ করের ছাড় দিয়েছিল। অ্যামোনিয়ার প্রথম বিক্রির ক্ষেত্রে করদাতার শিল্পকে অনিয়মিত কর ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কারণ এটি পাওয়া গেছে যে যে পণ্যটি কেনা ও বিক্রি করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এবং কোনও নতুন পণ্য আবির্ভূত হয়নি এবং করদাতার কেবল অ্যামোনিয়ার বোতলজাতকরণ করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে করদাতার কাছে শোকেস নোটিশ জারি করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে, কেন্দ্রীয় আবগারি আইনের অধীনেও প্রচুর পরিমাণে ইউনিট পাত্রে গ্যাসের বোতলজাতকরণ/প্যাকিংয়ের কার্যকলাপ "উৎপাদন" হিসাবে স্বীকৃত ছিল না। সেই দৃষ্টিতে এই আদালতের সামনে যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পড়েছিল তা হল, কোন পরিস্থিতিতে করদাতার ছাড়ের দাবি করা যেতে পারে কি না। এই আদালত প্রথমে বলেছিল যে, যথাযথ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ এই ছাড়ের শংসাপত্র মঞ্জুর করেছে। তখন উল্লেখ করা হয়েছিল যে, যদিও শিল্প ইউনিটগুলিতে "উৎপাদিত" পণ্যগুলিতে ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তবে "উৎপাদন" শব্দের উপর কর্তৃপক্ষ যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল তা ভুল ছিল। এই

আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ আবগারি সংক্রান্ত আইনের উপর "উৎপাদন" শব্দের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে কাজ করেছে এবং এটি করা ভুল ছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে রাজ্য বিক্রয় কর আইনে "উৎপাদন" সম্পর্কিত কোনও বিধান নেই এবং ধারণাটি কেবল ১৯৯৩ সালের জি. ও-তে পাওয়া যাবে। যা ছাড়ের ব্যবস্থা করেছিল। আদালত আরও মতামত নিয়েছিল যে রাজ্যের শিল্প এবং রাজ্যের শিল্প ইউনিটগুলিকেও উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে এই ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

অতএব, আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল যে "উৎপাদন" শব্দটির একটি উদার ব্যাখ্যা রাজ্য কর্তৃপক্ষদের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত ছিল, বিশেষ করে যখন রাজ্য কর্তৃপক্ষ ঘটনাগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করার পরে যোগ্যতার শংসাপত্র মঞ্জুর করেছিল।

৬. আমাদের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তে বর্ণিত আইনটি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে চারদিকেই প্রযোজ্য। এখানেও কর্তৃপক্ষ প্রথমে করদাতার শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে প্রত্যয়িত করেছিল এবং তারপর উৎপাদিত পণ্যের উপর বিক্রয় কর প্রদান থেকে এটিকে ছাড় দেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছিল। উক্ত শংসাপত্রটি ভুলভাবে জারি করা হয়নি এবং যখন করদাতার উপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল তখন এটি খুব প্রচলিত ছিল। ছাড় প্রদানকারী জি. ও. স্পষ্টভাবে পরামর্শ দিয়েছিল যে জনস্বার্থে এই ছাড় দেওয়া হয়েছিল। অতএব, এটা স্পষ্ট যে ভাদিলাল কেমিক্যালস (২০০৫) ৬ এস. সি. সি ২৯২-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে কারণ সেই ক্ষেত্রেও শিল্পটি যা করেছিল তা হল প্রচুর পরিমাণে কেনা অ্যামোনিয়া গ্যাসের বোতল। বর্তমান ক্ষেত্রে এটি পাম জলপাই তেল যা প্রচুর পরিমাণে কেনা হয় এবং পুনরায় প্যাক করা হয় যাতে খুচরো বাজারে এর বিক্রয় সহজ হয়।

৭। শ্রী টি. এল. ভী. আইয়ার, প্রবীণ আইনজীবী, যিনি পন্ডিচেরী ইউনিয়ন টেরিটোরির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তবে চেষ্টা করেছিলেন এভাবে প্রস্তাব করতে যে, ১৯-৫-১৯৮৯ তারিখে কর প্রদানে যে ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তা শিল্প পরিচালক কর্তৃক দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ছাড় থেকে এটা স্পষ্ট ছিল যে, এটি শুধুমাত্র জি এম ও এর নং ১৫/৭৪, তারিখ ২৫-৬-১৯৭৪-এর ভিত্তিতে ছিল। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল ১৯-৫-১৯৮৯ তারিখের উল্লিখিত জি ও .-এর শেষ লাইনে। শেষ অংশটি নিচে দেওয়া হল ;

"জিওএম নম্বর ১৫/৭৪ এফ. আই. এন (সিটি) তারিখ ২৫-৬-১৯৭৪-এর মাধ্যমে ইউনিটটিকে পাঁচ বছরের জন্য বিক্রয় কর প্রদান থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।"

এই বিষয়ে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অতএব, এটি প্রমাণ করতে হবে যে পণ্যগুলি মূল্যায়নকারী দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল

এবং বর্তমান ক্ষেত্রে যেহেতু পাম জলপাই তেল মূল্যায়নকারীর দ্বারা পুনরায় প্যাক করার পরে তার চরিত্র পরিবর্তন করেনি, তাই এটি বলা যায় না যে মূল্যায়নকারী কোনও পণ্য তৈরি করেছেন। বিজ্ঞআইনজীবী আরও অনুরোধ করেছেন যে বিক্রয় কর আইনে "উত্পাদিত পণ্য"-এর কোনও সংজ্ঞা না থাকলে, আমাদের শব্দটির শব্দকোষের অর্থের উপর ফিরে যেতে হবে বা কেন্দ্রীয় আবগারি আইন থেকে ধার নিতে হবে। আমরা আশঙ্কা করছি, ভাদিলাল কেমিক্যালস মামলা (২০০৫) ৬ এসসিসি ২৯২-এ এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত স্পষ্ট আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তিটি গ্রহণ করা যাবে না।

সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রযোজ্য তা আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্পষ্ট অভিমত যে, যেহেতু বর্তমান ক্ষেত্রে শিল্প পরিচালকের কাছে নিবন্ধিত সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল এবং যেহেতু মূল্যায়নকারীকে একটি ছোট শিল্প ইউনিট হিসাবে স্বীকৃতি ও প্রত্যয়িত করা হয়েছিল, যা ভোজ্য তেল পুনরায় প্যাকিংয়ের ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ছিল এবং আরও যেহেতু এই নির্দিষ্ট শিল্পকে খোলা চোখে ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তাই রাজ্যকে ঘুরে দাঁড়াতে এবং এই অবস্থান নিতে দেওয়া যাবে না যে আপিলকারী মূল্যায়নকারী কোনও পণ্য উত্পাদন করেনি বলে ছাড়ের অধিকারী ছিলেন না। আমরা ভাদিলাল কেমিক্যালস মামলা (২০০৫) ৬ এস. সি. সি ২ ২৯২-এ গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্মানজনকভাবে একমত, যা সেই সিদ্ধান্তের ১৯ এবং ২০ অনুচ্ছেদে আরও বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

২০. এই ক্ষেত্রে রাজ্য বিক্রয় কর আইনে 'উৎপাদন' সম্পর্কিত কোনও বিধান নেই। ধারণাটি কেবল ১৯৯৩ সালের বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের জারি করা জি. ও-তে স্থান পায়। ১৯৯৩ সালের জি. ও-এর অন্যান্য বিধানগুলির প্রেক্ষাপটে এটি প্রতীয়মান হয় যে 'উৎপাদন' শব্দটি সেই ব্যবসায়ীদের বাদ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল যারা কেবল পণ্য কিনেছিল এবং খুচরো দামে পুনরায় বিক্রি করেছিল। রাজ্য সরকার যা চেয়েছিল তা হল বিনিয়োগ এবং শিল্প কার্যকলাপ। এই পটভূমিতেই ১৯৯৩ সালের জি. ও-কে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। (সি. এস. টি বনাম শিল্প কয়লা উদ্যোগ (১৯৯৯) ২ এস. সি. সি ৬০৭ দেখুন)। ১৯৯৩ সালের জি. ও-এর পরিপ্রেক্ষিতে এই ছাড় দেওয়া হয়েছিল, যার জোর ছিল রাজ্যে শিল্প উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।

৮. আমরা উপরোক্ত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে শ্রদ্ধার সাথে একমত এবং আবেদনকারীর এই যুক্তি মেনে নিয়ে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে চাই যে জিওএম নং ১৫/৭৪ তারিখ ২৫-৬-১৯৭৪ এর একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি

নিতে হবে। সেই অনুযায়ী আমরা আপিলের অনুমতি দিই, হাইকোর্টের দেওয়া আদেশটি বাতিল করে দিই এবং ট্রাইব্যুনালের আদেশটি পুনরুদ্ধার করি কিন্তু খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই। "

১৯. একটি বিক্রয় কর বিধিতে ছাড় হিসাবে বিবেচনা করার সময়, এই আদালত সি. এস. টি বনাম আমারা রাজা ব্যাটারিজ লিমিটেড (২০০৯) ৮ এস. সি. সি ২০৯-এ রায় দিয়েছেঃ

২১. ছাড়ের প্রজ্ঞাপনকে একটি সাহিত্যিক (আক্ষরিক) অর্থ দেওয়া উচিত। অন্যান্য নীতি বা আইনের ব্যাখ্যার অনুশাসনগুলি কেবল তখনই অবলম্বন করা উচিত যখন এটি অসঙ্গতি বা অযৌক্তিকতার জন্ম দেয়। ছাড়ের বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিবেচনা করা উচিত। সরকার রাজ্যে শিল্প বিকাশের বৃদ্ধি চেয়েছিল। কোনও বিধিবদ্ধ বাধা না থাকলে রাজ্যের পক্ষ থেকে এই ধরনের একটি পরোপকারী কাজকে সম্পূর্ণ কার্যকর করা উচিত। (ভাদিলাল কেমিক্যালস লিমিটেড বনাম স্টেট অফ এপি দেখুন। (২০০৫) ৬ এসসিসি ২৯২)

২০। একইভাবে, এমনকি শুল্ক আইনের অধীনেও, এই আদালত শুল্ক (প্রতিরোধমূলক) বনাম এম আম্বালাল কো. (২০১১) ২ এস. সি. সি. ৭৪ মামলায় ছাড়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য করেছে যা তাদের উদ্দেশ্য হিসাবে থাকা উপকারী ছাড়ের বিপরীতে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত-কিছু ক্রিয়াকলাপের উত্সাহ বা প্রচার। এই মামলাটি আইনটিকে সম্মানের সাথে নিম্নরূপ রাখেঃ

১৬. এটি স্থিরীকৃত আইন যে বিজ্ঞপ্তিটি সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে। যদি প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনও শর্ত পূরণ না হয়, তবে পক্ষটি সেই বিজ্ঞপ্তির সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়। ছাড় সম্পর্কিত নিয়মটি হল যে ছাড়গুলি সাধারণত কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত তবে কিছু কার্যকলাপের উত্সাহ বা প্রচার হিসাবে তাদের উদ্দেশ্য থাকা উপকারী ছাড়গুলি উদারভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। এই যৌগিক নিয়মটি কোনও নির্দিষ্ট রায়ে এত কথায় বলা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, বেশিরভাগ রায়ে জোর দেওয়া হয় যে ছাড়গুলি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ জোর দিয়ে বলেন যে আর্থিক বিধিতে ছাড়গুলি উদারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যা একটি আপাত ধারণা দেয় যে সেগুলি একে অপরের সাথে পরস্পরবিরোধী। তবে এটি কেবল স্পষ্ট। একটি নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রকাশ করবে যে রায়গুলির মধ্যে কোনও সত্যিকারের দ্বন্দ্ব নেই। মতামতগুলির সংশ্লেষণ বেশ স্পষ্ট যে সাধারণ নিয়মটি কঠোর ব্যাখ্যা এবং উপকারী এবং প্রচারমূলক ছাড়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উদার

ব্যাখ্যা আছে। দুটি একে অপরের সাথে খুব ভাল যায় কারণ তারা দুটি ভিন্ন পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত।

২১। এই রায়টি সিসিই বনাম ফেভারিট ইন্ডাস্ট্রিজ (২০১২) ৭ এসসিসি ১৫৩-এ অনুসরণ করা হয়েছিল ।

২২। শ্রী গুপ্ত সম্প্রতি ৫ বিচারপতির বেঞ্চের একটি রায় উদ্ধৃত করেছেন শুল্ক কমিশনার বনাম দিলীপ কুমার অ্যান্ড কো. (২০১৮) ৯ এস. সি. সি ১.। ৫ বিচারপতির-সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চটি একটি ৩-সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, "সান এক্সপোর্ট কর্পোরেশন বনাম শুল্ক কালেক্টর ১৯৯৭ (৬)এস সি সি ৫৬৪ মামলায়, যেখানে বলা হয়েছিল যে, কর ছাড়ের বিধিতে যে কোনো অস্পষ্টতা থাকে, তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে সেই ছাড়ের সুবিধা দাবি করা আবেদনকারীর পক্ষে হয়। এই আদালত কর আইন সম্পর্কিত ছাড়ের বিধির ওপর বেশ কয়েকটি রায় পর্যালোচনা করার পর, অবশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে:

"৬৬। সংক্ষেপে, আমরা প্রসঙ্গের উত্তর নিম্নরূপে দিচ্ছি:

৬৬.১. ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত; প্রয়োগযোগ্যতা প্রমাণের বোঝা করদাতার উপর থাকবে এটি দেখানোর জন্য যে তার মামলাটি ছাড়ের ধারা বা ছাড়ের বিজ্ঞপ্তির পরামিতিগুলির মধ্যে আসে।

৬৬.২ যখন ছাড়ের প্রজ্ঞাপনে অস্পষ্টতা থাকে যা কঠোর ব্যাখ্যার সাপেক্ষে, তখন এই ধরনের অস্পষ্টতার সুবিধা বিষয়/করদাতার দ্বারা দাবি করা যায় না এবং এটি অবশ্যই রাজস্বের পক্ষে ব্যাখ্যা করা উচিত।

৬৬.৩। সান এক্সপোর্ট কেসে [সান এক্সপোর্ট কর্পোরেশন বনাম কাস্টমসের কালেক্টর, (১৯৯৭) ৬ এস সি সি ৫৬৪] যে অনুপাতটি ছিল তা সঠিক নয় এবং যেসব রায় সান এক্সপোর্ট মামলার মত একইr মতামত গ্রহণ করেছে, সেগুলি সকলেই বাতিল করা হলো।

২৩। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে, ৫-সদস্য বিশিষ্ট বেঞ্চের রায়ে সাধারণভাবে ছাড়ের বিধি এবং যেসব ছাড়ের বিধি উপকারি উদ্দেশ্যপূর্ণ তা আলাদা করার যে কর্তৃত্বের লাইন ছিল, তা উল্লেখ করা হয়নি। আমরা শ্রী গুপ্তের এই বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারি না যে, সাইলেন্টিওর মাধ্যমে উপকারি ছাড়ের সম্পর্কিত রায়গুলিকে এই ৫-সদস্য বেঞ্চ বাতিল করেছে। এটা সুস্পষ্ট যে, একটি রায় কেবলমাত্র তার যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা-ই কর্তৃত্ব, এবং তা থেকে যে কিছু যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে, তা নয়। (দেখুন কুইন বনাম লিথেম এসি ৪৯৫ যা ওড়িশা রাজ্য বনাম সুধাংশু শেখর মিশ্র (১৯৬৮) ২ এসসিআর ১৫৪ এ ১৬২,১৬৩ এ অনুসরণ করা হয়েছে)

২৪. এই ক্ষেত্রে, এটা স্পষ্ট যে ধারা ৩ (১) (খ)-এ অন্তর্ভুক্ত ছাড়ের উপকারী উদ্দেশ্য অবশ্যই সম্পূর্ণ কার্যকর হতে হবে,

এই মামলাগুলির তথ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের রেখা প্রযোজ্য যা সাধারণত কর বিধিতে ছাড়ের বিপরীতে উপকারী ছাড়ের সাথে সম্পর্কিত। এই ক্ষেত্রে, হাতে থাকা সংবিধির একটি আক্ষরিক আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা এড়িয়ে যেতে হবে। আমাদের অবশ্যই প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে বিধান দ্বারা অর্জনের উদ্দেশ্য কী, এবং এই উদ্দেশ্যের সাথে সংহতভাবে আইনটি ব্যাখ্যা করতে হবে। এবং এই ধারণার ভিত্তিতে যে এই ধরনের নির্মাণে কোনও অস্পষ্টতা দেখা দেয়, এই ধরনের অস্পষ্টতা অবশ্যই ছাড়ের পক্ষে থাকতে হবে। ফলস্বরূপ, আমাদের দেওয়া কারণগুলির জন্য, আমরা ডিভিশন বেঞ্চ এবং ফুল বেঞ্চের বিতর্কিত রায়গুলির দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের সাথে একমত।

২৫। বিষয়টিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। যেখানে কোনও হাইকোর্ট কোনও স্থানীয় আইনকে বোঝায়, সেখানে এই জাতীয় আইনকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায়গুলিকে সাধারণত সম্মান জানাতে হবে, বিশেষত যখন সেগুলি সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে (দেখুন গুজরাট রাজ্য বনাম জিনাভাই রানছোদজি দারজি (১৯৭২) ১০ অনুচ্ছেদে ১ এস. সি. সি ২৩৩, বিশম্বর দাস কোহলি বনাম সত্য ভাল্লা (১৯৯৩) ১১ অনুচ্ছেদে ১ এস. সি. সি ৫৬৬, ডুরোফ্লেক্স কয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম সি. এস. টি ১৯৯৩ সম্পূরক (১) ২ অনুচ্ছেদে এস. সি. সি ৫৬৮, কর্ণাটক রাজ্য বনাম জি সিনাপ্পা ১৯৯৩ সম্পূরক (১) ৩ অনুচ্ছেদে এস. সি. সি ৬৪৮ এবং বোনাম সত্যবতী বনাম রাঘবুলু (১৯৯৪) সম্পূরক ৫৫৬ অনুচ্ছেদে)। কর বিধির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রযোজ্য যেখানে ব্যক্তিরা তাদের বিষয়গুলি বিদ্যমান আইনি অবস্থানের ভিত্তিতে ব্যবস্থা করে।

২৬। ফলস্বরূপ, কেরালা রাজ্যের দায়ের করা আপিলগুলি খারিজ হয়ে যায়। ২০১২ সালের ২০৪ নং দেওয়ানি আপিল দায়ের করা আপিল অনুমোদিত হয় এবং ডিভিশন বেঞ্চের রায় বাতিল করা হয়।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee